আরও ১৪ দিন জেল হেফাজত মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া গ্রামে সূচ কান্ডে ধৃত মৃতা শিশুর মা মঙ্গলা গোস্বামীকে ফের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল পুরুলিয়া জেলা আদালত। শনিবার তাঁকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক মঙ্গলার বিরুদ্ধে এই নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে গত শনিবার তাঁকে গ্রেফতারের পর রবিবার আদালতে হাজির করানো হলে তাঁর দু'দিন পুলিশ হেফাজত হয়েছিল। পরে গত মঙ্গলবার তাঁকে আদালত চারদিনের জেল হেফাজতে পাঠায়। এদিন তৃতীয়বারের জন্য মঙ্গলাদেবীকে পুরুলিয়ায় জেলা আদালতে হাজিরা করানো হলে তাঁর জেল হেফাজতের সময়সীমা বাড়িয়ে ১৪দিন করা হয়। তবে এদিন মঙ্গলার পক্ষে কোন আইনজীবীকে আদালতে দেখতে পাওয়া যায়নি। পুরুলিয়া বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অতুল মাহাতো বলেছেন, পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া গ্রামের সাড়ে তিনবছরের শিশুকন্যা সুপ্রিয়া গোস্বামীকে নির্যাতন চালিয়ে তার শরীরে সাতটি সূঁচ ফুটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। ওই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত সনাতন ঠাকুর ও শিশুটির মা মঙ্গলা গোস্বামী। তাঁদের ষড়যন্ত্রেই শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। যা অতি নৃশংস ও বেদনাদায়ক ঘটনা। তাই এই নিন্দনীয় ঘটনায় অভিযুক্ত নদীয়াড়া গ্রামের সনাতন ঠাকুর ও শিশুটির মা মঙ্গলা গোস্বামীর হয়ে পুরুলিয়ার কোন আইনজীবী মামলা লড়বেন না বলে বার অ্যাসোসিয়েশন ঠিক করেছে।

তালডাংড়ায় গোষ্ঠী সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে শনিবার ও রবিবার দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় তালডাংড়ার রাজপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দলের একাংশ রাজপুর গ্রামে একটি সভা করে। সভার শেষে রাতে দু'পক্ষের মধ্যে বচসার জেরে উভয়ের মধ্যে মারপিট হয়। তাতে দলের এক কর্মী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং তারই জেরে অপরপক্ষ রবিবার সকালে বিপক্ষের লোকজনকে মারধর করেন। তাতে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় দু'পক্ষের মোট ৪ জন জখম হন। তাঁদের মধ্যে একজনকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে। ওই এলাকার এক তৃণমূল নেতা প্রদীপ প্রতিহার বলেন, দলেরই একাংশ উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার ফলে কিছু কর্মী দলেরই একাংশের উপর চড়াও হয় এবং মারধর করে। ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অপরপক্ষের এক তৃণমূল নেতা নিতাই চক্রবর্তী বলেন, আমাদের কয়েকজন কর্মীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মারধর করা হয়েছে। গোটা ঘটনাটি দলের উর্দ্ধতন নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।

পুরুলিয়ায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ চাষের কাজে জমিতে গিয়ে বজ্রঘাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুরুলিয়ার বরাবাজার থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায়। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, এই থানার পাঁজনবেড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত ওই ব্যক্তির নাম তরনি মাহাতো (৪৫)। এদিন গ্রামের পাশেই জমিতে ধান রোয়ার কাজ চলছিল। তিনি চাষের কাজে সেখানে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার আগে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময় বাজ পড়ে তিনি জখম হন। আশেপাশের লোকজন তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বরাবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সদর হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কড়িকাঠে গলায় ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল পুরুলিয়া মফস্বল থানার পদলারা গ্রাম থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতা বধূর নাম ঊষা বাউরি (২২)। শনিবার রাতে শ্বশুরবাড়ির কড়িকাঠ থেকে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার করে পুরুলিয়া মফস্বল থানার পুলিশ। মাত্র দেড় বছর আগে ঝাড়খন্ডের চন্দনকেয়ারী থানা এলাকার ঐ তরুণী ঊষা বাউরির সাথে পদলারা গ্রামের যুবক মন্টু বাউড়ির বিয়ে হয়েছিল। ঘটনাটি নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ

রামকমল রক্ষিত, ইন্দাস ঃ শনিবার দুপুর নাগাদ বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের বৈকুন্ঠপুর গ্রামে প্রশাসনের তরফ থেকে এক নাবালিকা মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবকে নাকচ করে দিল ইন্দাস ব্লক প্রশাসন। বাঁকুড়া জেলা চাইল্ড লাইনের আধিকারিকদের সহযোগীতায় এদিন মেয়ের বাপের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন ইন্দাস ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে শিবপ্রসাদ চৌধুরি এবং ইন্দাস থানার এ এস আই অমিত কুমার সান্যাল। এছাড়া ওই টিমে ছিলেন বাঁকুড়া জেলা চাইল্ড লাইনের আধিকারিক দেবদাস নায়েক ও শিবদাস। প্রসঙ্গত, নাবালিকা মেয়েটির পিতা সঞ্জয় পরামানিক এবং মাতা শেফালী পরামানিক তাঁদের মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ছেলের বাড়ির তরফ থেকেও বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। আর কয়েকদিন পরেই বিবাহের দিন ধার্য্য হয়েছিল। নাবালিকা মেয়ে সঙ্গীতা পরামানিকের বর্তমান বয়স ১৪ বছর। কিন্তু তা সত্বেও, মেয়ের পিতা-মাতা মেয়ের পাত্রস্ত করে ফেলে। খবরটি প্রথমে বাঁকুড়া চাইল্ড লাইনে পৌঁছায়। সেই সূত্র ধরে বাঁকুড়া চাইল্ড লাইনের আধিকারিক সহ ইন্দাস ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকগণ মেয়ের পিতা সঞ্জয় পরামানিকের বাড়িতে যান। নাবালিকা মেয়ে সঙ্গীতার পিতা-মাতাকে প্রশাসনের আধিকারিকগণ বোঝানোর চেষ্টা করেন যাতে করে এই বিয়ে দেওয়া না হয়। কারণ, মেয়েদের ১৮ বছরের নীচে বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ এবং আইনত দন্ডনীয়। প্রশাসনের তরফের আধিকারিকদের নিষেধাজ্ঞা শুনে মেয়ের বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি বন্ধ করে দেন। এছাড়াও, প্রশাসনের আধিকারিকগণ নাবালিকা সঙ্গীতাকে এখন বিয়ে না করার কথা বলেন। মেয়ে সহ মেয়ের বাবা-মাকে প্রশাসনের তরফ থেকে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। মেয়ের পরিবার এতে আশ্বস্ত হন এবং বিয়ে ভেঙ্গে দেন।

অনিল মাহাতোর খুনিদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ অনিল মাহাতো খুনিদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার দাবিতে ফের আন্দোলন শুরু হল রাইপুরে। অনিল মাহাতো স্মৃতিরক্ষা কমিটির আহ্বায়ক পরিমল মাহাতো বলেন যে, অনিলবাবু তৃণমূলের ব্লক কার্যকরী সভাপতি ও জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ২০১৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দলীয় কার্যালয়ের সামনে দুষ্কৃতীদের গুলিতে তিনি নিহত হন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর প্রায় একবছর কেটে গেলেও দোষীরা ধরা পড়েনি। অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। এটা মেনে নেওয়া যায় না। অনিলদার মত মানুষ খুন হওয়ার পরেও যখন দোষীরা ধরা পড়ছে না তখন সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনের ওপর কী করে আস্থা রাখবে।

বিষ্ণুপুরে ছিন্নমস্তা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ রবিবার বিষ্ণুপুর শহরের ছিন্নমস্তা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। তাকে কেন্দ্র করে এদিন ভক্তদের ব্যাপক ভিড় জমে। কয়েক হাজার ভক্ত এদিন প্রসাদ গ্রহণ করেন। তবে প্রসাদ গ্রহণের সময় প্রবল বৃষ্টি নামায় কিছুক্ষণের জন্য তাতে বিঘ্ন ঘটে। পরে বৃষ্টি থামলে পুনরায় প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এদিন বহু ভক্ত মাতৃমন্দিরে দেবীর উদ্দেশ্যে শাড়ি নিবেদন করেন।

চাষের জমি নদীগর্ভে, বাঁধ মেরামতির দাবি গ্রামবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ সোনামুখীতে দামোদরে জল কমলেও পাড়ে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। বন্যার জলে দু'কুল প্লাবিত হওয়ায় পাড়ের মাটি নরম হয়। জলের তোড়ে তা সহজেই ভেঙে যাচ্ছে। তার জেরে তীরবর্তী একের পর এক চাষের জমি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই বন্যার জল কমতেই স্থানীয় বাসিন্দারা পাড় বাঁধানোর দাবিতে সরব হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, দামোদরের তীরে সোনামুখীর ডিহিপাড়া, পুর্বনবাসন ও রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রাম এবারের বন্যায় জলমগ্ন হয়। গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় বহু মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়েন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বহু মানুষকে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়। ডিভিসি দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ কমানোয় শুক্রবার থেকে দামোদরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়। শনিবার ত্রাণশিবির থেকে প্রায় সকলেই ঘরে ফিরে গিয়েছেন। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে স্বস্তি ফিরলেও এলাকার বহু গ্রামে নদের পাড়ে ব্যাপক ভাঙন দেখা দেওয়ায় তাঁরা নতুন করে চিন্তায় পড়েছেন। সোনামুখীর বিডিও রিজওয়ান আহমেদ বলেন, স্থানীয়দের সহযোগিতা ও প্রশাসনিক তৎপরতায় এবারে বন্যা পরিস্থিতি সুষ্ঠভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। তবে মাটি নরম হওয়ায় কিছু কিছু জায়গায় নদের পাড় ভাঙছে। আগামী দিনে সেখানে পাড় বাঁধানোর বিষয়ে সেচদপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডিহিপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের রাঙামাটি, কেনেটি, উত্তর মানাচর ও লালবাজার, রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরবেশিয়া, উত্তর অম্বিতপাড়া, উত্তর রূপাইসায়র, উত্তর বেলোয়া, নিত্যানন্দপুর, পান্ডেপাড়া, সমিতিমানা এবং পূর্ব নবাসন গ্রামপঞ্চায়েতের উত্তর বড়া, উত্তর পলসুরা প্রভৃতি বন্যাকবলিত গ্রাম, দামোদরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় ফি বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হন বাসিন্দারা। ব্যাপক ভাঙনের ফলে ঘরবাড়ি ও বহু চাষের জমি ইতিমধ্যে নদের গর্ভে চলে গিয়েছে। এবারেও বন্যায় ওই সব গ্রাম জলমগ্ন হয়। ঘরবাড়ির ভীষণ ক্ষতি হয়। অনেকেই ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেন। শুক্রবার থেকে জল কমতে শুরু করে। শনিবার পরিস্থিতি আরও উন্নতি হয়। অধিকাংশই ঘরে ফেরেন। কিন্তু বাড়ি ফিরেও তাঁদের স্বস্তি নেই। ব্যাপক পাড়ভাঙায় তাঁরা নিজেদের চাষের জমি নদের গর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে ভাঙন আটকাতে তাঁরা পাড় বাঁধানোর দাবি তুলেছেন।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে শুরু হল শিবের মাথায় জল ঢালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে বাঁকুড়ার এক্কেশ্বর মন্দিরের উদ্যোগে শুশুনিয়া থেকে জল এনে শিবের মাথায় ঢালা হয়। অসংখ্য ভক্ত শুশুনিয়ার ধারা থেকে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে এক্কেশ্বর মন্দিরে আসেন। তাঁদের 'ভোলে বোম' আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। অন্যদিকে বাঁকুড়া নতুনগঞ্জ থেকে মহিলারা মঙ্গলঘট ভরে নৃত্য সহকারে পদযাত্রা করে এক্কেশ্বরে যান শিবের মাথায় জল ঢালতে। মহিলাদের এই শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমে যায়।

বাঁকুড়ায় অবৈধ টোটো নষ্ট করল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ যাত্রীসুরক্ষা নেই, এই যুক্তিতে বাঁকুড়া শহরে বেশ কিছু টোটো বিকৃত করে দেওয়া হয়। টোটোগুলি যাতে যাত্রী পরিবহণ করতে না পারে সেজন্য রীতিমত বুলডোজার দিয়ে সেগুলিকে বিকৃত করে দেওয়া হয়। যাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবেই এই কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (আরটিও) অরিন্দম মাজি একথা জানিয়ে বলেন যে, নিরাপত্তা নেই এমন বেশ কিছু টোটো মালিককে যাত্রী পরিবহন না করার জন্য বহুবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তাদের টোটোগুলি পরিবর্তন করে বৈধ সংস্থার টোটো নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কিছু টোটোমালিক সেই নির্দেশ না মেনে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় এখনও যাত্রীপরিবহন করছিল। তাই বাধ্য হয়েই এইসব বে-আইনি টোটোগুলিকে প্রশাসনের উদ্যোগে বিকৃত করে দেওয়া হল। অরিন্দমবাবু বলেন, এদিন মোট কতগুলি টোটো বিকৃত করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তাঁদের কাছে নেই। তবে তাঁর ধারণা ৮ থেকে ১০ টি টোটোকে বিকৃত করা হয়েছে। তবে শহরে রটে যায় যে, প্রায় ৫০ টি টোটোকে বিভিন্ন রাস্তা থেকে তুলে বাঁকুড়া শহরের লালবাজার মহাশ্মশানের কাছে বুলডোজারদের সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিছু টোটো চালকের অভিযোগ, এতে তাঁরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। এদিন এই টোটো ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শহরে রটে যায় চীনের তৈরি টোটো ভাঙ্গা হচ্ছে প্রশাসন থেকে। প্রশাসনের স্পষ্ট বক্তব্য, যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা নেই। এখন টোটোগুলিকে বদল করে বৈধ টোটো নিতে বলা হয়েছিল। অধিকাংশ টোটো বদলও হয়েছিল। সেই বদল হওয়া অবৈধ টোটোগুলি বিভিন্ন ডিলারের কাছ থেকে এনে বিকৃত করা হল।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.-54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile: 9609538713, 9775781615
Phone: 03211-255 222

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পিনঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ

আরামবাগের সর্ব বৃহত্তম লাইসেন্স প্রাপ্ত সংস্থা
আস্থা ডায়গনষ্টিক সেন্টার
ISO 9001 : 2015
আরামবাগ SD হাসপাতাল ও রবীন্দ্র ভবনের সন্নিকটে, হুগলী
Phone : 03211 255-718, 254-334, 9732707195, 9434302153
শুভ উদ্বোধন ৮ই জানুয়ারী ২০১৭ রবিবার

SIEMENS
SPIRAL / 32 SLICE 3D CT SCAN
বর্তমানে একই ছাদের তলায় আমাদের পরিষেবা